যুগান্তর

তারিখ: 28 APR 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

যুগান্তর

ছাত্রী নির্যাতনের প্রতিবাদে রোববার শাবি শিক্ষার্থীরা ভিসি অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ করে

ছাত্রী নির্যাতনের প্রতিবাদে শাবি উত্তাল : প্রক্টরের পদত্যাগ

নাঈমুল করীম নাঈম, *শাবি প্রতিনিধি*

দলাভাই কর্তৃক শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে অপহরণ করে পাশবিক নির্যাতনের ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাস। রোববার দিনভর মিছিল, সমাবেশ ও আন্দোলনের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন শাবি প্রক্টর প্রফেসর ড. গোলাম আলী হায়দার। ছাত্রী নির্যাতনকারী সৈয়দ মাহবুবুর রহমান শামীমকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকরাও এবার মাঠে নামায় আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। শাবি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

শাবি : প্রতিবাদে

(১ম পৃষ্ঠার পর) শিক্ষার্থীরা হল প্রভোস্টের পদত্যাগের দাবিতে এখনও অনড় রয়েছে। আজ একই দাবিতে ক্যাম্পাসে ফের র‌্যালি ও সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করে শিক্ষার্থীরা। দাবি আদায় না হলে আরও কঠোর কর্মসূচির হুমকি দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। রোববার শিক্ষার্থীরা ছাত্রী নির্যাতনের নায়ক পাষণ্ড দুলাভাইকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা গতকাল দিনভর ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল ও ভিসি ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। পরে তারা অপরাধীকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার, নির্যাতিত ছাত্রীর সুচিকিৎসা, ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তাসহ ৪ দফা দাবিতে ভিসি বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে। এ সময় হাজার হাজার শিক্ষার্থী বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়ে উঠে। এর আগে তারা একই দাবিতে দুপুর ১২টায় লাইব্রেরি ভবনের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। শাবি প্রেস ক্লাব, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রলীগ, যুগান্তর স্বজন সমাবেশ এ নারকীয়জনক ঘটনার নায়ক শামীমকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। ভিসি ভবনে আয়োজিত মিছিল-পরবর্তী বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হক, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকদের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. সুশান্ত কুমার দাস, গণিত বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস, একই বিভাগের প্রফেসর ড. সাজেদুল করিম, নির্যাতিত ছাত্রীর সহপাঠী পলাশ। বক্তারা বলেন, ছাত্রী নির্যাতন ঘটনায় ৭ দিন অতিবাহিত হলেও শাবি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। বরং প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই ছাত্রীকে ঘিরে কুৎসা রটানো হচ্ছে। তারা অবিলম্বে ঘটনার নায়ক শামীমকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়। পাশাপাশি নির্যাতিত ছাত্রীর সুচিকিৎসাসহ ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার দাবি জানায়। তারা এ ঘটনার জন্য প্রক্টর প্রফেসর ড. গোলাম আলী হায়দার চৌধুরী ও ছাত্রী হল প্রভোস্ট প্রফেসর ড. সাবিনা ইসলামকে দায়ী করে তাদের পদত্যাগ দাবি করে। এ সময় ভিসি প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলাম ও প্রক্টর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পড়েন। পরে গোলাম আলী হায়দার ছাত্রদের তোপের মুখে পদত্যাগপত্র জমা দিতে বাধ্য হন। এ ব্যাপারে তিনি যুগান্তরকে জানান, পারিবারিক কারণে আমি পদত্যাগ করেছি।

এদিকে শিক্ষার্থীরা হল প্রভোস্ট প্রফেসর ড. সাবিনা ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে এখনও অনড় রয়েছে। আজ তারা একই দাবিতে ক্যাম্পাসে র‌্যালি ও সমাবেশ কর্মসূচি ঘোষণা করে। এক বিবৃতিতে শাবি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবু জানান, ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না গ্রহণ করে উল্টো অপহৃত ছাত্রীর বিরুদ্ধে বদনাম ছড়িয়ে ঘটনাকে হালকা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট শাবি শাখার আহ্বায়ক আবদুল্লাহ আল মামুন ঘটনার জন্য দায়ী শামীমকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। ঘটনার ব্যাপারে ভিসি প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, বিষয়টি র‌্যাব, পুলিশসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।